প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা ॥ প্রতিবেশী-সম্পর্ক ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত ॥ ভারতের জাতীয় সংহতির এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি ॥ জনসংখ্যা, আবাসন, খাদ্য, কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও পরিবেশ-দূষণ ॥ বেকার-সমস্যা, পণ্যমূল্য, শিক্ষা ॥ উপসংহার ॥

ক
একবিংশ শতাব্দীর পথে ভারত

'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল।' —রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর শেষ-সূর্য রক্তমেঘ-মাঝে অস্তমিত হবে কিনা, আমাদের জানা নেই। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম-সূর্য মানব-ভাগ্যে কোন্ শুভ আহ্বান বহন করে আনবে, তাও আমাদের অজানা। তবে বিশ্বাস করি, মনুষ্যত্বের নতুন সূর্যালোকে সেদিন ঝলমল করে উঠবে আমাদের পূর্ব দিগন্ত। নতুন আশার বাণী, আলোর বাণী সে এসে শোনাবে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে, মানুষকে দেবে নব-জীবনের ঠিকানা।

প্রতিবেশী-সম্পর্ক ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত

সেদিক থেকে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের পূর্বে আগামী কয়েক বছর ভারতের ভিতর এবং বাহির—উভয় দিক থেকেই এক মহা অগ্নি-পরীক্ষার কাল। বাহিরের দিক থেকে ভারতের সাম্প্রতিক প্রতিবেশী-সম্পর্ক আদৌ সুখকর নয়। চির-বৈরীভাবাপন্ন পাকিস্তান অদূর ভবিষ্যতে পরমাণু-বোমার অধিকারী হতে চলেছে। তাকে মার্কিন আমেরিকার আওয়াক্স অস্ত্র করে তুলেছে আরও বিপজ্জনক। সে-অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না।—এরূপ প্রতিশ্রুতি কি যথেষ্ট নির্ভর-যোগ্য? শ্রীলঙ্কার তামিল-সমস্যা আজ ভারতকে নিক্ষেপ করেছে এক দারুণ সংকটের মধ্যে। পূর্ব-সীমান্তে বাংলাদেশের সঙ্গেও ভারতের বন্ধুত্ব যথেষ্ট মধুর নয়। উত্তরে সীমান্ত-প্রশ্নে পরমাণু-শক্তিধর চীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক আজও স্বাভাবিক হলো না। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া এবং য়ুরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিই তার প্রতি মোটামুটি বন্ধুভাবাপন্ন; কিন্তু সেই বন্ধুত্ব চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরিতার অতি উচ্চমূল্যে কেনা। তাই কেবল প্রতিবেশী ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র বিশ্বে ভারত আজ বড়ো নিঃসঙ্গ, বান্ধববিহীন।

ভারতের জাতীয় সংহতির এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের চিত্র আরও মসীলিপ্ত। তার জাতীয় সংহতি আজ বিপন্ন। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা আজ দিকে দিকে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। সমগ্র ভারত আজ যেন জাত-পাতের লড়াইয়ে মেতে উঠেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভূমির লড়াই। অন্যদিকে, সীমান্ত রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক পট-বদলের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে উগ্রপন্থীদের আবির্ভাব। ঘর এবং বাহিরের আশীর্বাদপুষ্ট উগ্রপন্থীরা হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, জাতীয় সম্পদ-ক্ষয়কে হাতিয়ার করে ভারতের জাতীয় সংহতির সমাধি-শয্যা রচনা করে চলছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য-চেতনার পক্ষে এ এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতের অবস্থা আরও ভয়াবহ। লোকসংখ্যা-বিশারদদের মতে, এই শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে ভারতের জন-সংখ্যা পেঁছোবে একশো কোটির বিপজ্জনক রেখায়। তাদের আবাসন জরুরী সমস্যা রূপে দেখা দেবে। তাছাড়া, তাদের ক্ষুধা-হরণের জন্যে প্রয়োজন হবে প্রায় পঁচিশ কোটি টন খাদ্যশস্য, যার উৎপাদনে প্রয়োজন হবে পর্যাপ্ত জলসেচ, উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার এবং কীটঘ্ন ঔষধ-প্রয়োগ ইত্যাদি। ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোয় 'বিঘোষিত দুর্ভিক্ষ' হয়তো কখনও দেখা দেবে না; কিন্তু অসম বণ্টনের অভিশাপে 'অঘোষিত দুর্ভিক্ষ' থাকবেই, যার প্রকাশ দেখা দেবে নিদারুণ দারিদ্র্যে, অপুষ্টিতে এবং অকাল-মৃত্যুতে। বাণিজ্যিক শস্য-উৎপাদনে কৃষি-জমির অপ্রতুলতা যেমন প্রকটরূপে দেখা দেবে, রাসায়নিক সার উৎপাদন ও তার অতিরিক্ত প্রয়োগে তেমনি পরিবেশ-দূষণ হয়ে উঠবে ষোল কলায় পূর্ণ। অর্থাৎ, জনস্বাস্থ্য নানা রোগ-ব্যাধির আক্রমণে হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত। অন্যদিকে, বিপুল জনসংখ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে শিল্পোৎপাদন-বৃদ্ধিতে মনঃসংযোগ করতে হবে। তার কাঁচামালের প্রয়োজন-পূরণে যেমন কৃষি হবে অতিভারগ্রস্ত, তেমনি বিশ্বের বাজারে তাকে সম্মুখীন হতে হবে সুতীব্র প্রতিযোগিতার। বাণিজ্যিক ও পারিবারিক চাহিদা-পূরণের জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে নতুন-নতুন বিদ্যুৎ-প্রকল্প হাতে নিতে হবে। পারমাণবিক ও তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ-দূষণ ধারণ করবে আরও অতি-মারাত্মক আকার।

জনসংখ্যা, আবাসান, খাদ্য, কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও পরিবেশ-দূষণ

এইভাবে একদিকে যখন কৃষি-শিল্প-যোগাযোগ ও পরিবহণের অগ্রগতি অতীব মন্থর এবং অন্যদিকে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির গতি অতীব দ্রুত, তখন বেকার-সমস্যা অত্যন্ত ভীতিপ্রদরূপে করবে আত্মপ্রকাশ। এখনই পণ্যমূল্যবৃদ্ধি দুর্বিষহ আকার ধারণ করেছে। আগামী কয়েক বছরে তা উপনীত হবে এক অসহনীয় স্তরে। অর্থাৎ, দারিদ্র্য-রেখার নিম্নস্থিত জন-সংখ্যার জীবন-সংকট হয়ে উঠবে সুতীব্র। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানে শিক্ষা-জগতের চিত্র● নৈরাশ্যজনক। এই সামাজিক কাঠামোয় শিক্ষিতের হারের ক্ষেত্রে ত্রিশ-শতাংশের বজ্রগ্রন্থী কাটিয়ে ওঠা হবে সুদূর-পরাহত।

বেকার-সমস্যা, পণ্য-মূল্য, শিক্ষা

এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি নিয়ে ভারত চলেছে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে। মিশ্র অর্থনীতি ও দুর্নীতির দোলতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য এবং শিক্ষা-সংকোচ ও কুশিক্ষা-প্রচার ডেকে আনবে মানবিক মূল্য-বোধের অবনতির মহামারী। কিন্তু সব বিষয়ে বিশ্বাসহীনতা এক অমার্জনীয় অপরাধ। তাই হতাশার সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেও আমরা বিশ্বাস করি, একবিংশ শতাব্দী ভারতের ভাগ্যে বহন করে নিয়ে আসবে স্বর্ণোজ্জ্বল শুভদিন। সেই নবীন প্রভাতে মানুষের মধ্যে কি দেখা দেবে না দেবতার নিষ্কলঙ্ক অমর মহিমা?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :